দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 14 JUL 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সঠিক মূল্যায়ন নিয়ে প্রশ্ন

সিলেট শিক্ষা বোর্ডে ব্যবহারিক পরীক্ষার খাতা নিরীক্ষণ করে পিয়ন-কর্মচারীরা

সিলেট অফিস : ভারতের টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণের প্রতিবাদে সিলেটে বিশাল কালো পতাকা মিছিল করেছে জামেয়া মাদানিয়া ইসলামীয়ার ছাত্র-শিক্ষকবৃন্দ। গতকাল (সোমবার) জামেয়া মাদানিয়া কাজিরবাজার মদ্রাসার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এ মিছিল-সমাবেশে শরীক হয় নানা স্তরের প্রতিবাদী মানুষও। জামেয়া চত্বর হতে মিছিলটি বের হয়ে নগরীর প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে পুনরায় চত্বরে গিয়ে এক সমাবেশে মিলিত হয়। মাওলানা নেজাম উদ্দিনের সভাপতিত্বে ও মাওলানা মুছা বিন হাবীবের পরিচালনায় সমাবেশে বক্তব্য রাখেন মাওলানা শাহ মমশাদ আহমদ, মাওলানা আব্দুল খালিক, মাওলানা ফেদাউর রহমান দিদার, মাওলানা আব্দুর রহমান ইউসুফ, মাওলানা নেজাম উদ্দিন, হাফেজ আসাদ উদ্দিন, ইয়াহয়া বিন হাবীব। এছাড়া সভায় মাওলানা শাহ মমশাদ আহমদ তিনটি প্রস্তাব পাঠ করেন। বক্তারা বলেন, সৃষ্টিকুলের স্বার্থেই মহান আল্লাহ সাগর-নদী প্রবাহিত করেছেন। বাঁধ দিয়ে পানি প্রবাহে বাধা দেয়ার অধিকার কারো নেই। ভারত আমাদের নদীগুলোর উজানে বাঁধ দিয়ে আন্তর্জাতিক আইনের তোয়াক্কা না করে পানি আগ্রাসন চালিয়ে যাচ্ছে। টিপাইমুখ বাঁধের মাধ্যমে উত্তর বঙ্গের ন্যায় বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলকে মরুভূমিতে পরিণত করতে যাচ্ছে। টিপাই বাঁধ দেশের রাজনৈতিক সমস্যা নয়, দেশবাসীর বাঁচা-মরার সমস্যা। তা নিরসনে রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক ঐক্য গড়ে তুলতে হবে। এছাড়া সভায় দেশবাসীর পক্ষে তিনটি প্রস্তাব পাঠ করেন মাওলানা শাহ মমশাদ আহমদ। প্রস্তাবগুলো হচ্ছে আন্তর্জাতিক নীতিমালা অনুযায়ী বাংলাদেশে যাতে পানির ন্যায্য হিস্যা পায়, সে বিষয়ে জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিবেশন আহবান করে সর্বসম্মত প্রস্তাবগ্রহণ, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে জাতিসংঘ ও বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় পানি বন্টনের সিন্ধু অববাহিকায় চুক্তি হয়েছে। সেই আলোকে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদীর বেসিনগুলোর দেশগুলো নিয়ে জাতিসংঘের তত্বাবধানে আঞ্চলিক পানি কমিশন গঠনে বাংলাদেশ সরকারকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে ।

দেশে ফিরেছে অঙ্গীকারের প্রতিনিধি দল

এদিকে ভারতের প্রগতিশীল রাজনীতিবিদ, মন্ত্রী, যুব ও ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দরা টিপাইমুখে বাঁধ নির্মাণে বাংলাদেশের প্রতিবাদের সঙ্গে একমত পোষণ করেছেন। বাঁধ নির্মাণের প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশ তথা সিলেট অঞ্চলের মানুষের প্রতিবাদী মনোভাব জানাতে ভারত সফর করে আসা অঙ্গীকার বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন' নামের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিনিধিদের তারা একথা বলেন। গতকাল (সোমবার) ভারত সফর শেষে ফিরে অঙ্গীকার প্রেরিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে একথা উল্লেখ করা হয়।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, অঙ্গীকার-এর সিলেট বিভাগীয় সমন্বয়কারী অ্যাডভোকেট মইনুদ্দিন আহমদ জালালের নেতৃত্বে তিন সদস্যের প্রতিনিধি দল ভারতের উত্তরাখণ্ড প্রদেশের নৈনিতালের অরবিন্দ আশ্রমে গত ৩ থেকে ৭ জুলাই অনুষ্ঠিত সংবিধান ও পার্লামেন্ট বিষয়ক সভা 'বিশ্ব পার্লামেন্ট' বৈঠকে টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণে বাংলাদেশের প্রতিবাদ-বিক্ষোভ পরিস্থিতি উত্থাপন করেন। বৈঠকে প্রতিনিধি দলের নেতা মইনুদ্দিন আহমদ জালাল ছাড়াও অপর দু'সদস্য মাহবুবুল ইসলাম ও আনোয়ার হোসেন বক্তৃতা দেন। ওই বৈঠক থেকে বাংলাদেশের দাবির প্রতি সংহতি প্রকাশ করা হয়।

বিশ্ব পার্লামেন্ট বৈঠক শেষে প্রতিনিধি দল গত ৮ জুলাই দিল্লীতে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড এবি বর্ধন, ৯ জুলাই পশ্চিমবঙ্গের বিধান সভা কার্যালয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সিভিল ডিফেন্স প্রতিমন্ত্রী ড. শ্রী কুমার মুখার্জি ও ১০ জুলাই সিপিএম নেতা মুহম্মদ সেলিমের সঙ্গে মতবিনিময় করে টিপাইমুখে বাঁধ নির্মাণ হলে বাংলাদেশের বিপর্যয়কর ভবিষ্যৎ পরিস্থিতি এবং এই নিয়ে প্রতিবাদ-বিক্ষোভের প্রসঙ্গ তুলে ধরেন। একই দিন ভারতের বাম যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআই-এর সাধারণ সম্পাদক তাপস সিনহা, এআইওয়াইএফ-এর সাধারণ সম্পাদক কে মুরগন, ভারতীয় ছাত্র সংগঠন এআইএসএফ-এর বিজেন্দ্র কেশরীর সঙ্গে পৃথক পৃথকভাবে মতবিনিময়ে তারা বাংলাদেশের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করে টিপাইমুখে বাঁধ নির্মাণের বিরুদ্ধে মতামত ব্যক্ত করেন।

এ ব্যাপারে মইনুদ্দিন আহমদ জালাল জানান, ভারতের প্রগতিশীল রাজনীতিবিদ, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশবাদী সংগঠনের নেতারাও টিপাইমুখে বাঁধ নির্মাণের বিপক্ষে। সাক্ষাৎকালে কমরেড এবি বর্ধন সিলেটের সুরমা নদী এলাকায় তার শৈশবকালীন স্মৃতির কথা উল্লেখ করে জানিয়েছেন, 'আমরা এ মরণ বাঁধের পক্ষে নই। অচিরেই মণিপুরের কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে [illegible] করে টিপাইমুখ এলাকা থেকে [illegible] কর্মসূচী গ্রহণ করে বাংলাদেশের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করা হবে।' একইভাবে প্রতিমন্ত্রী শ্রীকুমার মুখার্জি বলেন, 'টিপাইমুখে বাঁধ হলে আরেকটি ফারাক্কা বাঁধের সৃষ্টি হবে। আমরা টিপাইমুখের বাঁধকে নতুন মরণফাঁদ হিসেবে চিহ্নিত করে নব পর্যায়ের আন্দোলনে সংহতি প্রকাশ করবো।